৭১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বুয়েটে অচলাবস্থার অবসান, সরকারি ভাষ্য

বুয়েটে অচলাবস্থার নিরসন সম্পর্কে গতকাল সরকারি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয় ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে ২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের আইনানুগ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্থাপত্য বিভাগের

ভাষ্য ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ভাষ্য ঃ সরকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কতিপয় শিক্ষক আন্দোলন শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা বুয়েটের বাইরের কয়েকজন স্থপতিকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১০ই মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে বুয়েটের উপাচার্যসহ স্থাপত্য বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ৫টি দফায় সমঝোতা হয় ঃ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৯৮ সালের ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা ২৮শে মার্চ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে। ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ণয়ের উদ্দেশে উপাচার্য একটি কমিটি গঠন করবেন যা স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত হবে। যারা তাদের প্রতিবেদন একাডেমিক কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। উপাচার্য স্থাপত্য বিভাগের যে সকল শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছিলেন তা বন্ধ করতে হবে। একাডেমিক কাউন্সিল স্থাপত্য বিভাগের কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাডেমিক বিষয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন তার কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিবাদী শিক্ষকগণ ভর্তি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ডিউটি পালন ও অন্যান্য সহযোগিতা করবেন; কিন্তু তাদেরকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

কিন্তু স্থাপত্য বিভাগের কতিপয় শিক্ষক বুয়েটের বাইরের কিছু স্থপতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ১০ই মার্চ সম্পাদিত চুক্তি পালনে বিরত থাকেন এবং আবার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ সময় বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগে শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরাও এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। এ পর্যায়ে ২৩শে মার্চ বিকেলে বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী স্থাপত্য বিভাগের আন্দোলনরত শিক্ষকদের অনুরোধে তাদের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর চ্যান্সেলর ৩টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন। এগুলো হচ্ছে ঃ ১৯৯৮ সালের ভর্তি পরীক্ষা একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি করা হবে যেখানে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রস্তাবিত প্রতিনিধিবৃন্দ থাকবেন ও স্থাপত্য বিভাগের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইন্সটিটিউট গঠন করা হবে।

শেষে চ্যান্সেলরের তিনটি সিদ্ধান্তসহ ছাত্রদের উপস্থাপিত নিম্নলিখিত আরো পাঁচটি লিখিত বক্তব্য শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেন। এগুলো হচ্ছে ঃ পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ক কমিটি পদত্যাগকারী শিক্ষকদের প্রস্তাবিত নামানুযায়ী বিবেচিত হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব চ্যান্সেলর নিচ্ছেন। স্থাপত্য শিক্ষার জন্য পৃথক ইন্সটিটিউট গড়ার কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী প্রদান করছেন। ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ খারিজ করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করছেন এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আনীত যে কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে। এবারের ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনগত সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না বলে অভিমত ও স্থাপত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার চ্যান্সেলর ব্যক্ত করছেন।